বই	জীবনের ওপারে
মূল	ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল-ইশবিলি ﵀
অনুবাদ	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

জীবনের ওপারে

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল-ইশবিলি ﵀

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

জীবনের ওপারে

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল-ইশবিলি ﵀

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি / জুন ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৫৩৪ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মৃত্যু মানুষের জীবনে তার জন্মের মতোই এক অনিবার্য সত্য। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম ﷺ থেকেই চলে আসছে জীবন-মৃত্যুর এই নিরন্তর পরম্পরা। এই অমোঘ বাস্তবতা মানুষ অকপটে স্বীকারও করে—বিশ্বাসও করে। কিন্তু এটি এক আশ্চর্য বিশ্বাস—কেমন যেন অবিশ্বাসের কাছাকাছি। হাসান বসরি ﷺ বড় সুন্দরভাবেই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন, 'মানুষ বিশ্বাস করে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। অথচ তাদের গাফিলতি দেখে মনে হয়, তাদের এই বিশ্বাস অনেকটা সংশয়ের মতো। সংশয়ের সঙ্গে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ বিশ্বাস আমি আর দেখিনি। মানুষ যখন বলে, আমি জান্নাত চাই, তখন সত্যই বলে। কিন্তু তাদের দুর্বলতা ও জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহে তাদের শিথিলতা দেখে মনে হয় তাদের এই সত্য ভাষণ অনেকটা মিথ্যার মতো শোনায়। মিথ্যার সঙ্গে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ সত্য আমি আর দেখিনি।'

প্রিয় ভাই, আপনার বর্তমান চিন্তা ও কর্মগুলোকে একটু যাচাই করে দেখুন। মৃত্যুর প্রতি আপনার যে বিশ্বাস, তা কি অনেকটা সংশয়ের মতো নয়? নইলে যে ব্যক্তি জানে, যেকোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু চলে আসতে পারে, তার চিন্তা ও কর্ম কি আমাদের মতো হবে? সে কি তার সময়গুলোকে পরিপূর্ণরূপে হিফাজত করবে না? গুনাহ থেকে কি নিজেকে সে পুরোপুরি দূরে রাখবে না? আখিরাতের জন্য কি প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহে তার সর্বোচ্চ মনোযোগ নিবদ্ধ করবে না?

প্রিয় ভাই, মৃত্যুর প্রতি এই গতানুগতিক বিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করে না। তাই প্রতিনিয়তই আমরা ডুবে থাকি গাফিলতির মরণ ঘুমে। এই অবস্থায় যদি হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে, কী অবস্থাটা যে হবে, কখনো ভেবে দেখেছেন? তাই আমাদের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। বেশি বেশি করে মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে হবে। যাতে গতানুগতিক এই বিশ্বাসের সীমানা পেরিয়ে আমরা মৃত্যুকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধিতে আনতে পারি। যে উপলব্ধি প্রতি মুহূর্তে আমাদের আসন্ন কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আখিরাতের অমূল্য পাথেয় সংগ্রহের জন্য আমাদের সব সময় অনুপ্রেরণা জোগাবে। যাতে হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমরা

চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফাজত করুন।

প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইশবিলি ﵀ রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য এক অমূল্য উপহার। শাইখ এখানে পরম মমতায় পাঠককে মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অনুপম ভাষাভঙ্গী ও সাবলিল উপস্থাপনা যে কারও হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। বইটি পড়তে পড়তে মনের অজান্তেই পাঠকের হৃদয়ে জেগে উঠবে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারের কথা, কবরের অসীম নির্জনতার কথা, কিয়ামত ও হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যগুলোর কথা, মিজান ও পুলসিরাতের অকল্পনীয় আশঙ্কার কথা—যা তাকে আখিরাতের প্রতি মনোযোগী করে তুলবে আর মৃত্যুর প্রতি তার গতানুগতিক বিশ্বাসকে করে তুলবে সত্যিকারের কর্মোদ্দীপক উপলব্ধি।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। বইটি প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। (আমিন)

তারেকুজ্জামান

১৪ এপ্রিল, ২০২০

ইমাম ইশবিলি ﵀-এর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন সাদ আল-আজদি আল-ইশবিলি আল-মালিকি ﵀। তিনি ইবনুল খাররাত নামেও পরিচিত ছিলেন।

সমকালীন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমি আন্দালুসিয়ার (বর্তমান স্পেন) বিখ্যাত শহর ইশবিলে (বর্তমান সেভিল) ৫১০ হিজরি মোতাবেক ১১১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ। হাদিস, ইলাল ও রিজাল শাস্ত্রেও তিনি গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যেও তাঁর বিস্ময়কর দখল ছিল।

স্পেনে ফিতনা শুরু হলে ইমাম ইশবিলি ﵀ আলজেরিয়ায় পাড়ি জমান। আলজেরিয়ার বর্তমান 'বেজাইয়া' প্রদেশে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখান থেকে তাঁর ইলমের দ্যুতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। তাঁর বহুল সমাদৃত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে :

- আল-আহকামুশ শারইয়াহ আল-কুবরা (৫ খণ্ড)
- আল-আহকামুশ শারইয়াহ আল-উসতা
- আল-আহকামুশ শারইয়াহ আস-সুগরা
- তালকিনুল ওয়ালিদ
- আত-তাওবা
- আত-তাহাজ্জুদ
- আল-জামিউল কাবির (২০ খণ্ড)
- আল-জামউ বাইনাস সহিহাইন
- আল-ওয়াফি ফিল লুগাহ

- আর-রাকাইক
- আজ-জুহদ
- আল-আকিবা ফি জিকরিল মাওত (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ)
- আল-গারিব ফি লুগাতিল কুরআনি ওয়াল হাদিস
- আল-মুসতাসফা ফিল হাদিস
- আল-মুতাল মিনাল হাদিস

ইলমচর্চা ও লেখালেখির পাশাপাশি তিনি বেজাইয়া প্রদেশের একটি মসজিদে খতিব ও ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন।

তাঁর বিরল ইলম, তাকওয়া ও জুহদের কারণে তিনি আলিমদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। তিনি শুরাইহ বিন মুহাম্মাদ, আবুল হাকাম বিন বারজান ﵀ প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান মাআরিফি ﵀ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

স্পষ্টবাদিতার কারণে তিনি সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হন। অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগও পোহাতে হয় তাঁকে।

৫৮১ হিজরি মোতাবেক ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান ফকিহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। (আমিন)

সূচিপত্র

অবতরণিকা ⁞ ১৩

মৃত্যুর স্বরূপ ও মানবপ্রকৃতি ⁞ ১৬

পার্থিব কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা করার নিষেধাজ্ঞা ⁞ ২৫

দীর্ঘ আশার অসারতা ⁞ ৪৭

প্রথম অধ্যায়

কতিপয় মৃত্যুর দৃশ্য ⁞ ১২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তম মৃত্যু, তালকিন ও মৃত্যুর সময় করণীয় ⁞ ১৩২

তৃতীয় অধ্যায়

জানাজায় অংশগ্রহণের ফজিলত ⁞ ১৪১

চতুর্থ অধ্যায়

মৃতের সুনাম ও বদনাম করা ⁞ ১৪৯

পঞ্চম অধ্যায়

মুমূর্ষু মানুষের পাশে করণীয় কী? ⁞ ১৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ পরিণতি মন্দ হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা ⁞ ১৬৮

সপ্তম অধ্যায়

দাফন-পরবর্তী করণীয় ⁞ ১৭৮

অষ্টম অধ্যায়

কবরের আলোচনা ⁞ ১৮৩

নবম অধ্যায়

কবর জিয়ারত ⁞ ১৯৫

দশম অধ্যায়

নেককারদের স্বপ্নের বিবরণ ⁞ ২০৭

একাদশ অধ্যায়

আজাব ও শাস্তির স্বপ্নসমূহ ⁞ ২২৩

দ্বাদশ অধ্যায়

রুহের আলোচনা : রুহ কোথায় যাবে? ⁞ ২২৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ⁞ ২৪৭

চতুর্দশ অধ্যায়

শিঙায় প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের বর্ণনা ⁞ ২৪৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা ⁞ ২৬৬

কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের নিকটবর্তী হওয়া ⁞ ২৮৫

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য ⁞ ২৮৮

ষোড়শ অধ্যায়

হাওজে কাওসারের বর্ণনা ⁞ ২৯২

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম শাফাআত ⁞ ৩০০

অষ্টাদশ অধ্যায়

সুওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-নিকাশ ⁞ ৩০৪

কিয়ামত দিবসের প্রথম বিচার ⁞ ৩১৭

দাবি-দাওয়ার ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচার ⁞ ৩১৮

মিজান ও আমলনামা ⁞ ৩২০

মানুষের কথোপকথন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যপ্রদান ⁞ ৩২৩

পুলসিরাত ও এ ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণিভেদ ⁞ ৩২৬

শতকরা ৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে ⁞ ৩২৯

দুই নবির মধ্যবর্তী সময়ের লোকদের বর্ণনা ⁞ ৩৩০

আল্লাহর রহমতের ব্যাপ্তি ⁞ ৩৩০

মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের আধিক্য ⁞ ৩৩৩

কত সংখ্যক লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? ⁞ ৩৩৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় সুপারিশ ⁞ ৩৪১

কারও সুপারিশ ছাড়াই মুক্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামিদের বর্ণনা ⁞ ৩৬০

জান্নাতিদের প্রথম খাবার ⁞ ৩৬১

বিংশ অধ্যায়

জান্নাত ও জান্নাতিদের বর্ণনা ⁞ ৩৬৩

জান্নাতিদের ঘুমের বিবরণ ⁞ ৩৮১

জান্নাতিদের পারস্পরিক সাক্ষাতের বর্ণনা ⁞ ৩৮১

আল্লাহর দিদার ⁞ ৩৮৩
জান্নাতে বাজার বসবে ⁞ ৩৮৪

একবিংশ অধ্যায়

জাহান্নাম ও জাহান্নামিদের বর্ণনা ⁞ ৩৮৫
সবচেয়ে লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামির বর্ণনা ⁞ ৩৯৮
জাহান্নামে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগকারীর বর্ণনা ⁞ ৩৯৯
কর্ম অনুপাতে শাস্তির তারতম্য ⁞ ৩৯৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জান্নাতি ও জাহান্নামিদের চিরস্থায়ী অবস্থান ⁞ ৪০১

অবতরণিকা

আল্লাহর ওপরই পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

(শাইখ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-আজদি আল-ইশবিলি আল-মালিকি ﵀-এর ভূমিকা)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত, যিনি মৃত্যুর আঘাতে প্রতাপশালী লোকদের উদ্ধত গর্দান অবনমিত করেন, ক্ষমতাধর বাদশাহদের মেরুদণ্ড সোজা করেন, আচানক মৃত্যু দিয়ে যিনি সম্রাটদের দীর্ঘ প্রত্যাশাকে ছেঁটে খাটো করেন; তাদের ওপর রাত-দিনের আবর্তন ঘটান; একসময় তাদের প্রচণ্ড শক্তিতে পাকড়াও করে গভীর অন্ধকারে ছুড়ে দেন। অতঃপর তাদের সমবেত করেন হাশরের ময়দানে। এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আখিরাতেও তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণারও কোনো অন্ত নেই।

আত্মরক্ষার জন্য তাদের নির্মিত দুর্গ ও প্রাসাদসমূহ তাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের গঠিত সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দাদল তাদের সুরক্ষায় কিছুই করতে পারে না। তাদের পুঞ্জীভূত সোনাদানা ও হীরে-জহরতও তাদের মৃত্যুপণ হিসেবে অচল বলে গণ্য হয়।

বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৃত্যুর কঠিন চাবুক দিয়ে তাদের প্রহার করেন, আল্লাহর বিস্তৃত বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুত আজাবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রমোদ মহলের কোমল শয্যা ছেড়ে তাদেরকে কবরের কঠিন বিছানায় শোয়ানো হয়। ভূগর্ভে তাদের হৃষ্টপুষ্ট শরীর কুরে কুরে খায় পোকামাকড়ের দল।

আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান এবং তাদের আজাবের জন্য এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা কথা বলতে পারে না। তারা এসব পাপীদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তাদের সব স্বস্তিকে যন্ত্রণায়

রূপান্তরিত করে। তারা এত কঠিন আজাবের সম্মুখীন হয়, যুগে যুগে তারা মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

আরামের খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোশক ও সজ্জিত বাসর থেকে মৃত্যু তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায় আর ছুড়ে ফেলে পাথর, বালি ও সাপ-বিচ্ছুর আখড়ায়। যেখানে প্রশস্ততাগুলো রূপ নেয় সংকীর্ণতায় আর জীবনের সুখগুলো পরিণত হয় কঠিন দুর্দশায়। এমন এক জিন্দেগি যার কোনো শেষ নেই, যেখানে কোনো মৃত্যু নেই, দুর্দশার কোনো পরিত্রাণ নেই, অভিযোগের কোনো শ্রোতা নেই, আর্তনাদের কোনো জবাব নেই।

পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে মহান সত্তার, যিনি অতুল মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, যিনি চিরঞ্জীব অনাদি অনন্ত। মাখলুকের গলায় তিনি ঝুলিয়ে দিয়েছেন অনিবার্য ধ্বংসের ভাগ্যলিপি। সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে এই পৃথিবী ছেড়ে। বান্দাদেরকে তিনি ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা এই দুভাগে ভাগ করেছেন। আর মৃত্যুকে তিনি নেককার ও ভাগ্যবানদের জন্য সাফল্যের সিংহদ্বার আর বদকার ও দুর্ভাগাদের জন্য ধ্বংসের ভূমিকা বানিয়েছেন।

তিনিই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সরল পথের দিশা দেন। একদল বান্দাকে তিনি নাজাতের পথে চালিত করেন এবং অপর দলকে ধাবিত করেন গোমরাহির পথে। তিনি আপন কৃতকর্মের জন্য কারও কাছে দায়বদ্ধ নন, কিন্তু অন্য সবাইকে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর কুদরতের হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং সবকিছুই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর এই সাক্ষ্য কেবল সে-ই দিতে পারে, যাকে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার জন্য কল্যাণের সমস্ত দরোজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং খুলে নেওয়া হয়েছে অন্ধকারের সকল পর্দা; যাকে সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয় থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। সর্বোপরি যার ওপর মহান আল্লাহর করুণাধারা অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, যিনি সংশয়ের সকল পর্দা ছিন্ন করে দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের নিশান উড়িয়েছেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন আর মাখলুককে সিরাতে মুসতাকিমের দিকে আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সালাত ও সালাম নাজিল করুন, যা তাঁর মহিমা আরও বৃদ্ধি করে, তাঁকে করুণাময়ের আরও নিকটে নিয়ে যায় আর আমাদেরকে হাওজে কাওসারে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর তাওফিক দিন। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ হোক তাঁর পূতপবিত্র পরিবার-পরিজনের ওপর, তাঁর পুণ্যবান সাহাবিদের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তাদের ওপর।

মৃত্যুর স্বরূপ ও মানবপ্রকৃতি

মৃত্যু—সে এক অমোঘ সত্য, সকল প্রাণী যার মুখোমুখি হবে। এমন এক পেয়ালা, সকল প্রাণী যার শরবত পান করবে। এমন এক ফটক, যার দিকে নিয়তি আমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলছে। সেই ফটক দিয়েই মানুষ প্রবেশ করে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

প্রাণ চলে যাওয়াই কেবল মৃত্যু নয়; বরং মৃত্যু ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত ব্যক্তিদের স্বাদ-উপভোগ বিনষ্টকারী, আরাম-আয়েশে মজে যাওয়া লোকদের আরাম-আয়েশ ধ্বংসকারী এবং বুদ্ধিমানদের জন্য এই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে সতর্ককারী।

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ শিখখির ﵀ বলেন, 'মৃত্যু আরাম-আয়েশে লিপ্ত লোকদের সুখ-আহ্লাদ বিনষ্টকারী। সুতরাং এমন আরাম-আয়েশ তালাশ করো, যাতে কোনো মৃত্যু নেই।'

মৃত্যুর স্মরণের দিক দিয়ে মানুষ কয়েক দলে বিভক্ত—

প্রথম দল : এরা নিজেদের প্রবৃত্তি ও আসক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। মৃত্যুর প্রতি তাদের কোনো পরোয়া নেই। মৃত্যুর আলোচনা তারা শুনতে চায় না। শুনলেও তা ক্রিয়া করে না তাদের মাঝে।

এরা নিজেরাও কখনো মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে না। আখিরাতকে ছুড়ে ফেলে দুনিয়া নিয়ে মজে থাকে। এরা কুপ্রবৃত্তিকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে নেয়। প্রবৃত্তির লালসা তাদেরকে বধির ও অন্ধ করে দেয়। দুর্ভাগ্য তাদের ঠেলে দেয় ধ্বংস ও লাঞ্ছনার পথে। মৃত্যুর আলোচনা হতে দেখলে তারা সটকে পড়ে। মৃত্যুর নসিহত শুনতে তারা অপছন্দ করে। স্থান ত্যাগ করে পুনরায় মগ্ন হয়ে পড়ে আপন কাজে। তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও ভ্রান্ত পথের দিকে ধাবমান। তারা ভক্ষণ ও রমণ ক্রিয়ায় মত্ত। তাদের জন্য ধ্বংস এবং তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

তাদের অবস্থা এমন, যেন তারা জানেই না যে, সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

অনেক সময় মৃত্যুর চিন্তা তাদের মাঝেও আসে, কিন্তু তা শুধু চিন্তা ও পেরেশানি সৃষ্টি করে; আর কিছু নয়। মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের শুধরে নেওয়ার বদলে তারা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। যেন তারা শোনেইনি আল্লাহর এই বাণী :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে।'[১]

দ্বিতীয় দল : তাদের হৃদয় দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে। তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যয়িত হয় দুনিয়ার পেছনে। তা সত্ত্বেও দুনিয়া তাদের হাতে ধরা দেয় না। দুনিয়ার সফলতা তারা লাভ করতে পারে না। এদের সামনে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে এরা তেমন একটা ভয় পায় না। তাদের মাঝে মৃত্যুপরবর্তী জীবন শান্তিময় হওয়ার আশা কাজ করে। এ আশা তাদেরকে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করা থেকে বিরত রাখে।

তারা দুনিয়াতে টিকে থাকার লালসা লালন করে আর আখিরাতের দিকে এগোয় মৃদু তালে। যেন দুনিয়া হলো শতভাগ নিশ্চিত বিষয় আর আখিরাত হলো এক ধরনের সংশয়। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে :

أَتَحْرِصُ يَا ابْنَ آدَمَ حِرْصَ بَاقٍ — وَأَنْتَ تَمُرُّ وَيْحَكَ كُلَّ حِيْنِ

وَتَعْمَلُ طُوْلَ دَهْرِكَ فِيْ ظُنُوْنٍ — وَأَنْتَ مِنَ الْمَنُوْنِ عَلَى يَقِيْنِ

'হে আদম-সন্তান, প্রতি মুহূর্তে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি। এই অবস্থায়ও তুমি পৃথিবীতে টিকে থাকার লোভ করছ? ধ্বংস হোক তোমার! আখিরাতের ব্যাপারে সংশয় নিয়েই তুমি সারা জীবন আমল করছ, অথচ তুমি নিশ্চিতভাবে জানো মৃত্যু একদিন আসবেই।'

এই ধরনের লোক মৃত্যুর আলোচনা করতে যেমন ভয় পায় না, মৃত্যুর বর্ণনা শুনতেও ভয় পায় না। কারণ তার চিন্তাজুড়ে থাকে তার সঞ্চিত বিষয়-

১. সুরা আল-জুমুআ : ৮

সম্পদ এবং অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ ফিরিস্তি। তার একমাত্র চিন্তা থাকে অর্থবিত্তের হিফাজত ও অপূর্ণ খায়েশগুলো মেটানোর ধান্দা। অতীতে যেমন সে এই ভাবনায় মশগুল ছিল ভবিষ্যতেও সে এমনই থাকবে।

তার হৃদয়জুড়ে থাকে কেবল ওই সব অর্থহীন চিন্তা, নিকৃষ্ট প্রত্যাশা ও মারাত্মক ওয়াসওয়াসা, যেগুলোকে সে নিজের স্বভাব, দ্বীন, ইমান ও বিশ্বাসে পরিণত করেছে।

এদের কাছে দুনিয়ার জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন তারা মৃত্যু কামনা করে। তাদের ধারণা মৃত্যু তাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে। তারা বুঝতে পারে না যে, মাগফিরাত ছাড়া মৃত্যুপরবর্তী সময়টা আরও কঠিন ও কষ্টকর।

হাদিসে বর্ণিত আছে, 'এক মহিলা মারা গেলেন, যার সাথে সাহাবিগণ হাসি-ঠাট্টা ও মজাক করতেন। তাই তার মৃত্যুর পর আয়িশা ﵂ মন্তব্য করলেন, (মরে গিয়ে) সে শান্তি লাভ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, শান্তি তো সেই লাভ করে, যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।'[২]

এমন হতভাগা লোকগুলো দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে, অমঙ্গল ও দুর্দশার মুখোমুখি হতে থাকে এবং প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে সবর করতে থাকে। আর 'অচিরেই এই কষ্ট কেটে যাবে' কিংবা 'হয়তো জীবনে সুখ আসবে' এসব বলে নিজেদের প্রবোধ দিতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা দেখতে পায়, তাদের দলবল ছোট হয়ে এসেছে, সমবয়সী লোকজন কমতে শুরু করেছে এবং সাহায্যকারীরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবুও তারা দুনিয়াবি চিন্তা থেকে ফিরে আসে না, নতুন করে চিন্তা করে না, সমবয়সীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। একসময় তার সময়ও শেষ হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় তার কিয়ামত। মৃত্যু এসে তাকে ঝাপটে ধরে। দুর্যোগ-দুর্দশা তাকে বেষ্টন করে নেয়। তখন তার সামনে খুলে যায় বাস্তবতার পর্দা। তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে হায় আফসোস! হায় আফসোস!! হায় আমার দুর্ভাগ্য!!! ইত্যাদি বলে হাহাকার করতে থাকে।

---

২. কাশফুল আসতার আন জাওয়ায়িদিল বাজ্জার : ৭৮৯

সেদিন সে অনেক লজ্জিত হয়! কিন্তু আল্লাহর কসম, লজ্জা কিংবা আফসোস তার কোনো কাজে আসে না। পদস্খলনের পর সে তার পদক্ষেপকে দৃঢ় করতে চায়। এতে সে উল্টো মুখ থুবড়ে পড়ে। এভাবে মৃত্যু তার জীবনের নিশ্চিত যবনিকা টেনে দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে এমন মৃত্যু থেকে পানাহ চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেখে যেন আমাদের দুশমন অভিশপ্ত শয়তান খুশি না হয়।

বর্ণিত এই দুই ধরনের লোকের তাকদির যদি ভালো হয়, তাহলে তাদের ইমান তাদের রক্ষা করবে এবং ইসলামের ওপরই তাদের মৃত্যু হবে। অন্যথায় তারা এমন ধ্বংস ও বরবাদির সম্মুখীন হবে, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

আমরা আল্লাহর রহমতের অসিলায় এমন দুর্ভাগ্য ও মন্দ পরিণতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তৃতীয় দল : তারা আখিরাতের জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও মৃত্যুকে তারা অপছন্দ করে। কিন্তু তাদের মৃত্যুকে অপছন্দ করার কারণ এ নয় যে, মৃত্যু স্বাদ-উপভোগকে নষ্ট করে দেয়; বরং কিয়ামত ও হিসাব দিবসের জন্য আরও ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয় বলে মৃত্যুকে তারা অপছন্দ করে।

জনৈক আলিমের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, 'তিনি মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন। তাকে বলা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এই দুনিয়ায় গাছ লাগানো ও নদী খনন করার লোভে এবং এসব ছেড়ে যাওয়ার চিন্তায় কাঁদছি না; আমি কাঁদছি কিয়ামত ও হিসাব দিবসের জন্য সঞ্চয় করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখে।'

মৃত্যুর প্রতি তাদের যে অনীহা, তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওই হাদিসের ভীতি প্রদর্শনের আওতায় পড়বে না, যে হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন, 'যে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন।'[৩]

৩. সহিহুল বুখারি : ৬৫০৮, সহিহ মুসলিম : ২৬৮৩

মূলত তারা মূল সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে না; বরং গুনাহের বোঝা নিয়ে লজ্জার কারণে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভয় করে। ফলে তারা গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে থাকে।

আবু সুলাইমান দারানি ﵀ বলেন, 'আবিদা উম্মে হারুনকে আমি বললাম, আপনি কি মরতে পছন্দ করেন? তিনি না-বাচক উত্তর দিলেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি আমি কোনো মাখলুকের অবাধ্যতা করি, তার সাথে সাক্ষাৎ করাকেও অপছন্দ করি। তাহলে খালিকের অবাধ্যতা করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে কীভাবে পছন্দ করব?'

বর্ণিত আছে, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক ﵀ আবু হাজিম ﵀-কে বললেন, আবু হাজিম, আমাদের কী হলো যে, আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি? তিনি বললেন, আপনারা দুনিয়াকে আবাদ করেছেন, আর আখিরাতকে বিরান করেছেন। ফলে আপনারা আবাদি থেকে বিরানভূমিতে যেতে অপছন্দ করছেন। সুলাইমান ﵀ বললেন, মানুষ আল্লাহর সামনে কীভাবে উপস্থিত হবে? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, যে সৎকর্মশীল সে ওই ব্যক্তির মতো হাসি-আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হবে, যে পরিবার থেকে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকার পর পরিবারের কাছে ফিরে। আর যে গুনাহগার সে পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যের মতো ভয় ও চিন্তা নিয়ে উপস্থিত হবে।'

আবু বকর কাতানি ﵀ বলেন, এক ব্যক্তি রোজ আত্মপর্যালোচনা করতেন। একদিন তিনি নিজের বয়স কত বছর হয়েছে, তা হিসাব করে দেখলেন। হিসাব করে পেলেন, তিনি ষাট বছরে উপনীত হয়েছেন। অতঃপর তার বয়স কত দিন হয়েছে, তা হিসাব করলেন। দেখলেন, তার বয়স একুশ হাজার পাঁচশ দিন। তখন তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন বললেন, 'হায় আফসোস, আমি একুশ হাজার পাঁচশ গুনাহ নিয়ে আল্লাহর কাছে কী করে উপস্থিত হব?' তার কথার উদ্দেশ্য হলো, প্রতিদিন একটি করে গুনাহ ধরা হলেও তা এত অধিক সংখ্যায় পৌঁছায়, তাহলে আমার আমলনামায় তো অগণিত গুনাহ থাকার কথা। সে অগণিত গুনাহের বোঝা নিয়ে আমি কীভাবে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেবো? অতঃপর বললেন, আফসোস আমার জন্য, আমি দুনিয়াকে

আবাদ করেছি, আখিরাতকে বরবাদ করেছি। মাওলার অবাধ্যতা করেছি। তাই আবাদি থেকে বিরান ভূমিতে যেতে চাইছি না। কীভাবেই-বা চাইব; কেউ কি আমল ও সাওয়াব ছাড়া হিসাব-কিতাব ও আজাবের জগতে স্থানান্তরিত হতে চায়? তারপর আবৃত্তি করলেন :

مـنَـازِل دنـياك شـيـدتـهـا *** وَخَرِبَتْ دَارك فِي الْآخِرَة

فَأَصْبَحت تكرهها للخراب *** وترغب فِي دَارك العامرة

'তুমি দুনিয়ার ঘরসমূহ আবাদ করেছ, কিন্তু আখিরাতের ঘর বিরান করে দিয়েছ। আর এজন্যই তো দুনিয়ার নির্মিত ঘর ছেড়ে আখিরাতের বিরান ঘরে ফিরতে চাইছ না।'

অতঃপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি স্থির হয়ে গেলেন। স্বজনরা পরীক্ষা করে দেখল, তিনি আর এ দুনিয়াতে নেই।

উল্লিখিত হাদিসটির যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি, সেটি ছাড়াও হাদিসে আরেকটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা, যা আমরা সবাই করে থাকি? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, না; বরং এর অর্থ হলো, মুমিন যখন আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ পাবে, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করবে। ফলে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করবেন। আর কাফির যখন আল্লাহর আজাব, ক্রোধ ও শাস্তির ধমকি পাবে, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করবে, ফলে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করবেন।'[৪]

৪. সহিহ মুসলিম : ২৬৮৪

বুখারি শরিফে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'কিন্তু যখন মুমিন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে মৃত্যুই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয় এবং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন। আর যখন কাফিরের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে মৃত্যুর চেয়ে অপছন্দনীয় কোনো বিষয় তার সামনে থাকে না এবং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে। আর আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন।'[৫]

চতুর্থ দল : খুব অল্পসংখ্যক মানুষ আছে, যারা আল্লাহকে তাঁর সকল সুন্দর নাম এবং উন্নত গুণাবলিসহ চিনেছে এবং তাঁর ইলাহি সৌন্দর্য ও প্রভুত্বের পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছে। তাই তাদের অন্তরে আল্লাহপ্রেমের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে। তারা জীবনকে তাদের ও তাদের মাহবুব আল্লাহর মাঝে আড়াল মনে করে। তাই তারা কামনা করে, যেন মৃত্যুর মাধ্যমে এই আড়াল সরে যায়। মৃত্যু তাদের কাছে অনেক প্রিয় ও আগ্রহের বস্তু।

বর্ণিত আছে, 'হুজাইফা বিন ইয়ামান ﵁ যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন, তখন বলে উঠলেন, আমি যার প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই প্রিয় (মৃত্যু) চলে এসেছে।'[৬]

এই শ্রেণিরই একজন মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'মৃত্যু একটি সাঁকো, যা প্রেমিককে তার প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।'

আলি বিন ফাতহ ﵀-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, এক কুরবানির ইদের দিন মানুষ তাদের জন্তু কুরবানি দিচ্ছে দেখে তিনি বললেন, হে আমার রব, আমি আমার মনের বিরহ-কষ্ট কুরবানি হিসেবে পেশ করছি। এই বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে আসলো, তখন বললেন, হে আমার রব, এভাবে এই দুনিয়ায় আর কতকাল রাখবেন? এর খানিক পরই তার মৃত্যু হয়ে গেল।

---

৫. সহিহুল বুখারি : ৬৫০৭

৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১০/৯০

পঞ্চম দল : এরা চতুর্থ দলের লোকদের মতো আল্লাহর মারিফাত হাসিল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এদের মারিফাত ওদের চেয়েও বেশি। তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন। তাদের ভাবনা হলো, আল্লাহ যদি তাদেরকে দুনিয়াতে রাখতে চান, তাহলে রাখবেন; আর নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাবেন। তারা আল্লাহর কাছে জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই কামনা করেন না।

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারি ﵀ বলেন, 'আবু সুলাইমান দারানি ﵀ বলেছেন, মানুষ দুই প্রকার। এক প্রকার মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে, ফলে তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশায় মৃত্যুকে ভালোবাসে। আরেক প্রকার মানুষ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে থাকতে পছন্দ করে। আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারি ﵀ বলেন, তখন এক বালক বলে উঠল, এ দুই দল ছাড়া আরও একদল মানুষ আছে। আবু সুলাইমান ﵀ বললেন, তারা কারা? বালক বলল, তারা জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই কামনা করে না; বরং আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার মানসিকতা লালন করে। তখন আবু সুলাইমান ﵀ বললেন, এই বালকের যত্ন নাও। কারণ, সে সিদ্দিক।'

বর্ণিত আছে, 'একদিন উহাইব বিন ওয়ারদ ﵀, সুফইয়ান সাওরি ﵀ ও ইউসুফ বিন আসবাত ﵀ এক জায়গায় মিলিত হলেন। সাওরি ﵀ বললেন, একসময় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করাকে ভয় করতাম, কিন্তু এখন মরে যাওয়াকেই আমি পছন্দ করি। ইউসুফ বিন আসবাত ﵀ বললেন, তা কেন? তিনি বললেন, যাতে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের ফিতনায় আক্রান্ত না হই। তখন ইউসুফ ﵀ বললেন, কিন্তু আমি তো অনেক দিন জীবিত থাকতে পছন্দ করি। সুফইয়ান ﵀ বললেন, তা কেন? তিনি বললেন, যাতে তাওবা করতে পারি এবং আরও অধিক নেক আমল করতে পারি। উহাইব ﵀-কে বলা হলো, আপনি কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই চাই না। আল্লাহ যেটা করবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তখন সাওরি ﵀ তার ললাটে চুম্বন করলেন আর বললেন, রব্বে কাবার শপথ, এটিই তো আল্লাহর সঠিক মারিফাত।'

আলি বিন জাহদাম ﵀ আলি বিন উসমান ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমর বিন উসমান ﵀ যে অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে অসুখ চলাকালে একদিন আমি তার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী অবস্থা আপনার? তিনি বললেন, আমার অবস্থা পানির মতো। পানি যেমন নিজ থেকে স্থিরতা ও স্থানান্তর কোনোটাই বেছে নেয় না, আমিও নিজের পক্ষ থেকে কিছুই পছন্দ করছি না। তার কথার উদ্দেশ্য হলো, এই মুহূর্তে আমি (ব্যক্তিগতভাবে) না জীবিত থাকার প্রত্যাশা করছি, আর না মৃত্যুবরণ করাকে পছন্দ করছি।

ষষ্ঠ দল : কিছু মানুষ আছে, যারা মৃত্যুকে খুব বেশি কামনা করে এবং আল্লাহর কাছে মৃত্যু চেয়ে দুআ করে। অথচ তারা মৃত্যুর পরের কঠিন সময়কে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন তারা নিজেদের দ্বীন ও ইমানের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করে, তখন মৃত্যু কামনা করে। যাতে ফিতনা থেকে মুক্ত থাকাবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারে।

তারা যে মৃত্যুকে কামনা করে, তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদিসের আওতায় পড়ে না, যেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন বিপদে আক্রান্ত হওয়ার কারণে মৃত্যুকে কামনা না করে।'[৭]

কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে বিপদের কথা বলেছেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের বিপদ, পরিবারের বিপদ কিংবা সম্পদের বিপদ। আর এই দলের লোকেরা আখিরাত-সম্পর্কিত বিপদের ভয়ে এবং আল্লাহর নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করে।

যাই হোক, মৃত্যু হলো মুমিনের মুক্তির দুয়ার। এই দুয়ার দিয়ে তারা দুনিয়ার কষ্ট-অশান্তির জগৎ পেরিয়ে আখিরাতের চিরশান্তির জগতে প্রবেশ করে। আল্লাহর কাছে আমাদের বিনম্র প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের জীবনের উত্তম পরিসমাপ্তি ঘটান।

৭. সহিহুল বুখারি : ৬৩৫১, সহিহ মুসলিম : ২৬৮০